বিজ্ঞানের দান

মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই আধুনিক সভ্যতার শুরু হল। এই আবিষ্কারটি না হলে সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারত না। এটাই হল বিজ্ঞানের অবদান। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে বিজ্ঞানের গভীর প্রভাব। আজ বিজ্ঞানের বলে দূর হয়েছে মানুষের কাছে নিকট। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষ খুব অল্পসময়ে ছুটে যেতে পারছে। মাটিতে চলছে ট্রেন, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি। সাগরে, নদীতে ভাসছে জলযান। আকাশপথে উড়ছে এরোপ্লেন। সুদূর চন্দ্রলোক ও আরও দূরের গ্রহ আজ আর মানুষের কাছে দুরধিগম্য নয়। ভূগর্ভে চলছে রেলগাড়ি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক হয়েছে। বই, সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতির সাহায্যে আমরা ঘরে বসে সারা দুনিয়ার খবর পেয়ে যাচ্ছি। জীবনে কত আনন্দ ও আরাম আমরা উপভোগ করতে পারছি বিজ্ঞানের কৃপায়। পৃথিবী থেকে ভয়ঙ্কর সব ব্যাধি বিজ্ঞানের কৃপায় দূর করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের আর একটা দিক কিন্তু পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। নানারকম মারণ অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা আজ এক গভীর সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়ংকর পরিণতির শেষ কোথায় কে বলে দেবে?

Scanned with CamScanner